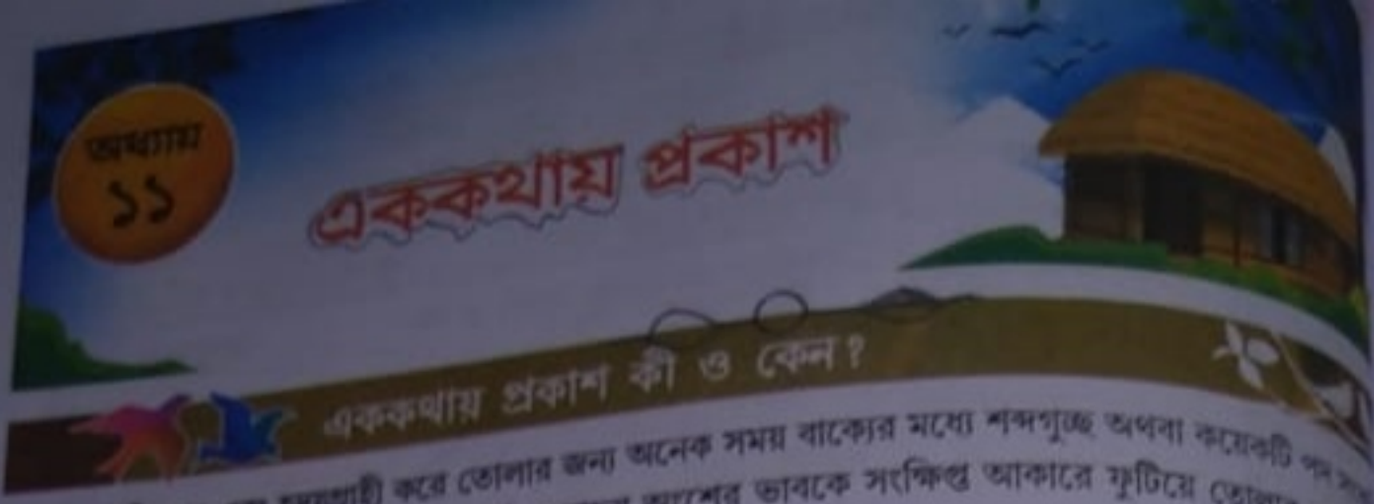

এককথায় প্রকাশ কী ও কেন?

বাক্যকে শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য অনেক সময় বাক্যের মধ্যে শব্দগুচ্ছ অথবা কয়েকটি পদ সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাক্যের অন্তর্গত কোনো অংশের ভাবকে সংক্ষিপ্ত আকারে ফুটিয়ে তোলার জন্যও সংকোচনের প্রয়োজন হয়। এই বাক্য সংকোচনই হল এককথায় প্রকাশ।

এককথায় প্রকাশের সংজ্ঞা

বাক্যের মধ্যে শব্দগুচ্ছ অথবা বাক্যকে সংকুচিত করার উপায় হল এককথায় প্রকাশ। যেমন—কলাগাছ এক বর্ষজীবী বাঁচে। আমরা বলতে পারি—কলাগাছ বর্ষজীবী উদ্ভিদ।

বাক্য সংকোচন তথা এককথায় প্রকাশের নমুনা

- মযূরের ডাক—কেকা
- মনুষ্য গণনা—আদমশুমারি
- মধু পান করে যে—মধুপ
- মনুর পুত্র—মানব
- ফুলহীন ফলদায়ী বৃক্ষ—বনস্পতি
- আগে যা ঘটেনি—অভূতপূর্ব
- উপকারীর উপকার করা—প্রত্যুপকার
- উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে—কৃতজ্ঞ
- উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে—অকৃতজ্ঞ
- উপযুক্ত বয়স হয়েছে যার—প্রাপ্তবয়স্ক
- উঁচু-নীচু যে জায়গা—বন্ধুর
- উপকার করার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা
- মৃত জীবজন্তু ফেলা হয় যেখানে—ডাগাড়
- যা মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে—উদ্ভিদ
- দর্শনশাস্ত্র যিনি জানেন—দার্শনিক
- তীর্থে বাস করেন যিনি—তীর্থবাসী
- মৃত্যু পর্যন্ত—আমৃত্যু
- মৃত্তিকা (মাটি) দ্বারা নির্মিত—মৃন্ময়
- মৃত্যু যার নিকটবর্তী (কাছে)—মুমূর্ষু
- বিজ্ঞান জানেন যিনি—বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক
- যে জমিতে বছরে দু-বার ফসল জন্মায়—দোফসলি
- ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়—ওষধি
- একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক
- ঋণ দান করে যে—উত্তমর্ণ, ঋণদাতা
- একই মাতার গর্ভে যার জন্ম—সহোদর
- পা থেকে মাথা পর্যন্ত—আপাদমস্তক
- চোখে চোখে রাখা—নজরবন্দি
- জয়লাভ করার ইচ্ছা—জিগীষা
- জানার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা
- জানতে ইচ্ছুক—জিজ্ঞাসু
- পানের ইচ্ছা—পিপাসা
- পান করতে ইচ্ছুক—পিপাসু
- পাখির ডাক—কূজন
- কোকিলের ডাক—কুহু

- যিনি বিষ্ণুর উপাসক—বৈষ্ণব
- বেশি কথা বলে যে—বাচাল
- বৃষ্টির অভাব—অনাবৃষ্টি
- যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—নাস্তিক
- ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাঁর বিশ্বাস আছে—আস্তিক
- নতুন কচি পাতা—কিশলয়
- পরিণত বয়সের আগে মৃত্যু—অকালমৃত্যু
- পরের মুখ চেয়ে থাকে যে—পরমুখাপেক্ষী
- পরের সৌভাগ্য দেখলে যে কাতর হয়—পরশ্রীকাতর
- নদী মাতা যে দেশ—নদীমাতৃক
- নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ে—মোহানা
- জয়সূচক ধ্বনি—জয়ধ্বনি
- পরিমিত ব্যয় করে যে—মিতব্যয়ী
- অতিরিক্ত মূল্য যার—দুর্মূল্য, মহার্ঘ
- ইতিহাস জানেন যিনি—ঐতিহাসিক
- যার দোষ নেই—নির্দোষ
- যার কোনো অপরাধ নেই—নিরপরাধ
- বিশ্বজনের পক্ষে যা হিতকর—বিশ্বজনীন
- বিধানসভার সদস্য—বিধায়ক
- যিনি রসায়ন জানেন—রসায়নবিদ
- কুকুরের ডাক—বুক্কন
- ভ্রমরের শব্দ—গুঞ্জন
- নকল নয় এমন—অকৃত্রিম
- বাঘের চামড়া—কৃত্তি
- হাতের পঞ্চম অঙ্গুলি—কনিষ্ঠা
- বিশেষভাবে খ্যাতি আছে যার—বিখ্যাত
- যেখানে যেতে হবে—গন্তব্য
- যা গতিশীল—জঙ্গম
- একতার অভাব—অনৈক্য
- উত্তর-পূর্ব কোণ—ঈশান
- যা পানের অযোগ্য—অপেয়
- যা পানের যোগ্য—পানীয়
- যা দেওয়ার অযোগ্য—অদেয়
- সন্ন্যাস নিয়ে ভ্রমণ—প্রব্রজ্যা

- যে জমিতে ফসল হয় না—ঊষর
- ঈষৎ উষ্ণ—কবোষ্ণ
- খুব শীতও নয়, খুব উষ্ণও নয়—নাতিশীতোষ্ণ
- যার অন্য উপায় নেই—অনন্যোপায়
- যার কোনো কিছুতেই ভয় নেই—অকুতোভয়
- যা জানা কষ্টকর—দুর্জ্ঞেয়
- যতদিন জীবন থাকবে—যাবজ্জীবন
- পরিণত বয়স যার—সাবালক, সাবালিকা (স্ত্রী)
- দিনের মধ্যভাগ—মধ্যাহ্ন
- পনেরো দিন অন্তর যা প্রকাশিত হয়—পাক্ষিক
- উপস্থিত আছে যা—বর্তমান
- বহুর মধ্যে একটি—অন্যতম
- জলে ও স্থলে বিচরণ করে যে—উভচর
- যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন—জিতেন্দ্রিয়
- পদ্মের মতো সুন্দর চোখ—পদ্মলোচন
- জয়সূচক উৎসব—জয়ন্তী
- যিনি বহু দেখেছেন—বহুদর্শী
- যে সব কিছু খায়—সর্বভুক
- যার দুই বার জন্ম হয়—দ্বিজ
- আমি, তুমি ও সে—আমরা
- যা ত্যাগ করার যোগ্য—ত্যাজ্য
- হরিণের চামড়া—অজিন
- অগভীর নিদ্রা—কাকনিদ্রা
- অন্য সকলের মধ্যে যা থাকে না—অনন্যসাধারণ
- যা বলার যোগ্য—বক্তব্য
- যা সহজে হজম হয় না—গুরুপাক
- যা বলা হবে—উক্ত
- যিনি পূজা পাওয়ার যোগ্য—পূজনীয়
- যার দাম ঠিক করা যায় না—অমূল্য
- যা বনে জন্মায়—বনজ
- যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন—যুধিষ্ঠির
- যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন—নৈয়ায়িক
- যার শত্রু জন্মায়নি—অজাতশত্রু
- যা বছরের সব সময়েই হয়—বারোমেসে